প্রথম আলো

তারিখ 28 JAN 2018
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাবি উপাচার্যকে অবরুদ্ধ করার বিচার দাবি

ছাত্রলীগের নেতৃত্বে দুই সংগঠনের সংবাদ সম্মেলন

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের কার্যালয় ভাঙচুর এবং তাঁকে অবরুদ্ধ করে রাখার ঘটনায় তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ ও জড়িত ব্যক্তিদের শাস্তি দাবি করেছে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এবং 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সচেতন সাধারণ শিক্ষার্থীবৃন্দ'। গতকাল শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যানটিনে পৃথক ব্যানারে সংবাদ সম্মেলন করে এই দাবি জানানো হলেও এর নেতৃত্বে ছিলেন মূলত ছাত্রলীগের নেতারা।

তবে 'নিপীড়নবিরোধী শিক্ষার্থীবৃন্দ' মনে করছেন, গত মঙ্গলবার ছাত্রলীগের হামলার ঘটনা সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য মূল পরিচয় আড়াল করে ছাত্রলীগ ভিন্ন ব্যানারে এই দাবি জানিয়েছে। বামপন্থী কয়েকটি ছাত্রসংগঠন, ডাকসুর দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থী ও সাত কলেজের অধিভুক্তি বাতিলের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা যৌথভাবে নিপীড়নবিরোধী শিক্ষার্থীবৃন্দের ব্যানারে আন্দোলন করে আসছেন।

শুক্রবার ছাত্রলীগের দপ্তর সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন ছাত্রলীগ ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পৃথক সংবাদ সম্মেলনের আমন্ত্রণপত্র গণমাধ্যমে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু গতকাল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এবং 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সচেতন সাধারণ শিক্ষার্থীবৃন্দ'-এর সংবাদ সম্মেলন হয়।

সেখানে সাংবাদিকেরা দেখতে পান, সচেতন শিক্ষার্থীদের ব্যানারে মূলত ছাত্রলীগের নেতারাই আছেন। এতে মূল বক্তব্য পড়েন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক সংসদের সাধারণ সম্পাদক এবং এই ব্যানারের প্রধান সমন্বয়ক আবদুল্লাহ আল নোমান। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

ঢাবি উপাচার্যকে অবরুদ্ধ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিভাগের বেনজীর আহমদ, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাহমুদুল হাসান ও সাদিকুল ইসলাম এবং ভূতত্ত্ব বিভাগের কাজী আরিফুর রহমান।

তাঁদের মধ্যে আবদুল্লাহ আল নোমান ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগের ছাত্র এবং শহীদুল্লাহ্ হল শাখা ছাত্রলীগের সাবেক সাহিত্যবিষয়ক উপসম্পাদক। বেনজীর সূর্য সেন হল শাখা ছাত্রলীগের সাবেক সমাজসেবা ও রক্তদানবিষয়ক সম্পাদক। তিনি ২০১৫ সালের ৫ সেপ্টেম্বর ঢাকার কারওয়ান বাজার এলাকা থেকে গাঁজা সেবনের সময় পুলিশের হাতে আটক হন। তাঁর বিরুদ্ধে তেজগাঁও থানায় মামলা হয়। পরে জামিনে মুক্তি পান। সাদিকুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় আইটি সোসাইটির সভাপতি ও ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সহসম্পাদক। মাহমুদুল হাসান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাইক্লিং ক্লাবের সভাপতি ও হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল শাখা ছাত্রলীগের সাবেক নাট্য ও বিতর্কবিষয়ক সম্পাদক। আর কাজী আরিফুর রহমান অমর একুশে হল শাখা ছাত্রলীগের উপপ্রচার সম্পাদক।

সচেতন শিক্ষার্থীদের লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যানারে বাম ও ছাত্রদলের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত কিছু অছাত্র ও বহিরাগত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কার্যালয় ঘেরাও করেন। ওই সময় তাঁরা উপাচার্যকে অশ্লীলভাবে গালাগাল ও শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেন এবং উপাচার্যের জীবননাশের আশঙ্কা তৈরি হয়। পরে কিছু সাধারণ শিক্ষার্থীসহ ছাত্রলীগের কিছু নেতা-কর্মীর সাহায্যে উপাচার্যকে মুক্ত করে নিরাপত্তা দেওয়া হয়। ওই পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে কিছুটা হাতাহাতির মতো ঘটনা ঘটে। যেখানে বাম সংগঠনের নেতা-কর্মী ও ছাত্রলীগের নারী কর্মীরা আহত হন।

হামলাকে হাতাহাতি বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে কি না, জানতে চাইলে বিতার্কিক নোমান বলেন, 'দেখুন, সাধারণ শিক্ষার্থীরা উপাচার্যকে উদ্ধার করতে গিয়েছিলাম। পরে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। সেখানে সাধারণ শিক্ষার্থীরা পাশে চলে আসে। পরে বাম সংগঠনের কিছু নেতা-কর্মী ও ছাত্রলীগের কিছু নেতা-কর্মী হাতাহাতিতে জড়িয়েছে।'

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সংবাদ সম্মেলন

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ছাত্রলীগের সভাপতি সাইফুর রহমান। জাসদ ছাত্রলীগ, ছাত্র মৈত্রী, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (বিসিএল), বাংলাদেশ ছাত্র আন্দোলন, বাংলাদেশ ছাত্র সমিতি, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (বাসদ), জাতীয় ছাত্র ঐক্য ও জাতীয় ছাত্র কেন্দ্রের নেতারাও ছিলেন। ছাত্রলীগ সভাপতির অভিযোগ, কিছুদিন ধরে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যানারে অনেক ষড়যন্ত্র চলছে। এই আন্দোলনে 'ইসলামী ছাত্রশিবির, ছাত্রদল ও নিষিদ্ধ সংগঠনের অংশগ্রহণ ছিল।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পড়েন জাসদ ছাত্রলীগের সভাপতি মুহাম্মদ সামছুল ইসলাম। তিনি বলেন, 'কতিপয় ছাত্রসংগঠনের নেতারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে অবরুদ্ধ করে তাঁর সঙ্গে অসদাচরণ ও তাঁকে লাঞ্ছিত করেন। এ খবর শিক্ষার্থীদের কানে পৌঁছলে তাঁরা উপাচার্যকে উদ্ধার করেন।'

সংবাদ সম্মেলনে ওই দিনের ঘটনার তদন্ত প্রতিবেদন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রকাশের দাবি করা হয়। অন্য দাবির মধ্যে রয়েছে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিবেশ পরিষদ চালু, অবিলম্বে ডাকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা এবং অধিভুক্ত সাত কলেজ নিয়ে বিরাজমান সমস্যার দ্রুত সমাধান করা।

এসব দাবিতে ৩১ জানুয়ারি অপরাজেয় বাংলার সামনে সন্ত্রাসবিরোধী ছাত্রসমাবেশ, ৬ ফেব্রুয়ারি রাজু ভাস্কর্যের সামনে সন্ত্রাসবিরোধী মানববন্ধন এবং ৭ ফেব্রুয়ারি উপাচার্য বরাবর স্মারকলিপি দেওয়ার কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

প্রক্টরের প্রতিবাদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক এ কে এম গোলাম রব্বানী গতকাল এক প্রতিবাদলিপিতে বলেন, ২৬ জানুয়ারি *প্রথম আলোতে* প্রকাশিত 'ছাত্রলীগের মন খারাপ' শীর্ষক প্রতিবেদনের একাংশে তাঁর নাম উল্লেখ করে বলা হয়, উপাচার্যকে উদ্ধারে ছাত্রলীগ যায়নি এবং সেখানে ছাত্রলীগের কেউ ছিল না। তিনি এ ধরনের কোনো মন্তব্য করেননি।

সাংবাদিক সমিতির বিবৃতি

২৩ জানুয়ারির ঘটনার সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সহসভাপতি মীর আরশাদুল হক, অর্থ সম্পাদক আবদুল করিম, সদস্য আরিফুর রহমানসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাত-আটজন সাংবাদিক আহত ও লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। শুক্রবার সমিতির এক কার্যনির্বাহী সভা থেকে এ ঘটনার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়। সমিতির দপ্তর সম্পাদক রায়হানুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনায় অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির নজির সৃষ্টি করতে না পারায় এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে।